উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

— একটি পুস্তিকা

বাঙলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ
হাউসিং এন্ড ল্যান্ড রাইট নেটওয়ার্ক
ইউথ ফর ইউনিটি এন্ড ভলান্টারি অ্যাকশন
ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ

হাউসিং এণ্ড ল্যাণ্ড রাইটস নেটওয়ার্ক (এইচ এল আর এন) [নয়া দিল্লী], ইউথ ফর ইউনিটি এণ্ড ভলান্টারি অ্যাকশন (য়ুভা) [মুম্বাই], পশ্চিম বাঙলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম) এবং ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকাটি'-র ব্যাপক বিতরণ করার উদ্দেশ্য এক সংগঠিত প্রচারকার্যের সূচনা করেছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল নীতি নির্ধারক, জন-আন্দোলন, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলে এই নির্দেশিকাটির যথাযথ ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো এবং নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে কর্মরত সকল ব্যক্তি, সংগঠন, আধিকারিক ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানো, সর্বজনীন কর্মসূচী, পারস্পরিক কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণের মাধ্যমে নির্দেশিকাটি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা।

এইচ এল আর এন, য়ুভা, মাসুম, এবং ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ মিলিতভাবে অন্যান্য সমমনস্ক জন-আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলির থেকে এই নির্দেশিকাটি সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোও দলিলটির প্রচার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আকাঙ্খা করে।

এই অভিযান সম্বন্ধে আরো জানার জন্য যোগাযোগ সূত্রঃ

হাউসিং এণ্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক (বাসস্থান এবং জমির অধিকার সংক্রান্ত সংযোগসূত্র)

এ-১, নিজামুদ্দিন ইস্ট, লোয়ার গ্রাউণ্ড ফ্লোর, নিউ দিল্লী-১১০০১৩

ফোন/ফ্যাক্স : +৯১-১১-২৪৩৫৮৪৯২/২৪৩৫৯৫৮৩

ই-মেল info@hic-sarp.org

ইউথ ফর ইউনিটি এণ্ড ভলান্টারি অ্যাকশন

সেক্টর ৭, প্লট নং-২৩, খড়গপুর, নভী মুম্বাই-৪১০২১০

ফোন : +৯১-২২-২৭৭৪ ০৯৯০/৮০/৭০/৬০, ফ্যাক্স : +৯১-২২-২৭৭৪ ০৯৭০

ই-মেল : yuvacentre@yuvaindia.org

বাঙলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)

২৬, গুইটেণ্ডাল লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১

ফোন : +৯১-৩৩-২৬৪০ ৪৫২০/২৬৩৭ ৩৪৭৯

ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২৬৪০ ৮১১৬, ই-মেল : masumindia@gmail.com

ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ

১৯৫, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮

ফোন : +৯১-৩৩-২৪১২৮৪২৬, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-২৪৭২ ৫৫৭১

ই-মেল : fianwestbengal@vsnl.net

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

— একটি পুস্তিকা

হাউসিং এণ্ড ল্যাণ্ড রাইটস নেটওয়ার্ক

ইউথ ফর ইউনিটি এণ্ড ভলান্টারি অ্যাকশন

বাঙলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ

ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় তালিকা

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

ভূমিকা ৩

বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকার সারাংশ ১৬

নির্দেশিকার পূর্ণ বয়ান ২৭

■ ভূমিকা

পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকার একটি মানবাধিকার

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই কোনো-না-কোনো ধরনের বাসস্থান থাকলেও বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই সেইরকম কোনো আবাসন নেই যাকে সেই অর্থে বলা যেতে পারে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহ এবং তার ব্যাখ্যানে এটা আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আবাসন বলতে কেবল চারটে দেওয়াল আর একটা ছাদ-এর কাঠামোই বোঝায় না। এই ধারণার আরও ব্যাপক এক মাত্রা আছে; তার আধারে রয়েছে পর্যাপ্ততার ধারণার বিভিন্ন বস্তুগত এবং অ-বস্তুগত উপাদানও। এইসব আবশ্যিক উপাদানগুলি মিলেই তৈরি হয় বসবাসের উপযুক্ত একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত স্থান। আরও বলা দরকার, উপযুক্ত বাসস্থান কেবলমাত্র একটি বাঞ্ছিত লক্ষ্য নয়; এটি সব মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে এই অধিকারকে সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে উপযুক্ত ও উন্নতমানের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "প্রত্যেকটি ব্যক্তির একটি (নির্দিষ্ট) মানের জীবনযাত্রা — যা তার এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেই বিষয়গুলি পাওয়ার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা-পরিষেবা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা ছাড়াও কর্মহীনতা, অসুস্থতা,
প্রতিবন্ধিত্ব, বৈধব্য, বার্ধক্য এবং তার নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য কোনো পরিস্থিতিতে জীবিকার অভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার অধিকার ওই (জীবনযাত্রার) অধিকারের অন্তর্গত।" এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক, সামাজিক

এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহের আন্তর্জাতিক সনদের ১৯৬৬ সালের চুক্তিপত্রে (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, (1966) পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওই চুক্তির ১১.১ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যক্তির তার এবং তার পরিবারের জন্য উপযুক্ত একটি জীবনযাত্রার অধিকার আছে। পর্যাপ্ত খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতিও এই অধিকরের অন্তর্ভুক্ত।"

পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙেঘর বিশেষ র‍্যাপোর্টার (Rapporteur) পর্যাপ্ত বাসস্থানের মানবাধিকারকে নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করেছে ঃ "প্রতিটি নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী এবং শিশুর অধিকার আছে যে, সে একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বাসস্থান পাবে; এবং (তার সংশ্লিষ্ট) সামাজিকতার ভিতর সে শান্তিতে এবং মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে।"[১]

পর্যাপ্ত বাসস্থানের মানবাধিকার একই সঙ্গে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার এবং ভূমির অধিকরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভূমির অধিকারকেও তাই মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। বাসস্থানের অধিকার ছাড়াও অন্যান্য মানবাধিকার — যেমন খাদ্য-জীবিকা-স্বাস্থ্যের অধিকার, ব্যক্তির শরীর এবং গৃহের নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদির সঙ্গে এই অধিকারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিভিন্ন ঘোষণা এবং প্রয়োগের নির্দেশে ভারত সম্মতি দিলেও বাসস্থানের অধিকারের মতো এই মূলগত (basic) অধিকারটি গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে এখনো বহু মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে।

২০০১ সালের জনগণনা থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা হলো ঃ ভারতে শহরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার (২৮৬ মিলিয়ন বা ২৮.৬ কোটি) ২৩.১ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বাস করেন। প্রকৃত সংখ্যাটি এর

চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ ওই নমুনা সমীক্ষায় কেবল ৬০৭টি শহরকেই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছিল। ভারত বড়ো বড়ো শহরে বেশির ভাগ মানুষই বস্তিতে থাকেন। বেসরকারি হিসাবে মুম্বাই শহরে জনসংখ্যার ৬০ শতংশ এবং দিল্লীতে ৫০ শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী। অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রার মধ্যে যারা বাস করছেন, তাদেরও যদি হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা হয়, তাহলে সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, ভারতে নাগরিক জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশেরই উপযুক্ত বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রাথমিক সুযোগ সুবিধার অধিকার নেই; অথবা যা আছে তা খুবই যৎসামান্য। বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার মানের নিরিখে গ্রামের অবস্থা আরও বেদনাদায়ক।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে হিসাব করা হয়েছিল, শহরাঞ্চলে বাসস্থানের সংখ্যার অভাব ২৪.৭ মিলিয়ন। একাদশ পরিকল্পনাকালে (২০০৭-২০১২) এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ২৬.৫৩ মিলিয়ন।[২] অবস্থার শোচনীয়তা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, যদি মনে রাখা যায় যে, বাসস্থানের অধিকার বঞ্চিত মানুষের ৯৯ শতাংশই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং নিম্ন আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবার।[৩] ২০০৭-২০১২ সময়কালে গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অভাবের যে হিসাব দেখানো হয়েছে, তার সংখ্যা ৮৭.৪৩ মিলিয়ন — এদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ মানুষ বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে।[৪]

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পর্যাপ্ত বাসস্থানের মানবাধিকার সুরক্ষা ঃ

ভারতের সংবিধান স্বাধীনতা, সৌভ্রাত্র, সাম্য এবং সুবিচারের নীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাসস্থানের অধিকারকে যদিও মৌলিক অধিকার বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি, তবে অন্যান্য মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করেছে এই যুক্তিতে যে, সংবিধানের ২১ ধারায় প্রতিটি নাগরিকের যে 'জীবনের অধিকার' সুরক্ষিত করা হয়েছে,

তার থেকেই উঠে আসে বাসস্থানের অধিকারও। (২১ ধারায় বলা হয়েছে ঃ আইনের দ্বারা নির্দেশত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।) এছাড়া আদালতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রায়েও সংবিধানের ২১ ধারায় স্বীকৃত জীবনের অধিকারের সঙ্গে বাসস্থানের অধিকারের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[৫]

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলতে বোঝানো হয়েছে ঃ

* আইনের চোখে সমানাধিকার (১৪ ধারা)।
* ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না (১৫ (১) ধারা)।
* সুরক্ষামূলক বৈষম্যের স্বার্থে নারী এবং শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা (১৫ (৩) ধারা)।
* সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার (১৬ ধারা)।
* দেশের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা (১৯ (১) ঘ ধারা)।
* দেশের যে কোন অঞ্চলে বাস করার এবং বসতিস্থাপনের স্বাধীনতা (১৯ (১) ঙ ধারা)।
* প্রতিটি নাগরিকের যে কোনো ধরনের পেশা অবলম্বন করার, অথবা চাকরি ও ব্যবসাবানিজ্য চালিয়ে যাওয়ার অধিকার (১৯ (১)ছ ধারা)।
* জীবনের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (২১ ধারা)।

এই সমস্ত অধিকারই উপযুক্ত বাসস্থান এবং ভূমির মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সুনিশ্চিতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আন্তর্জাতিক আইনে পর্যাপ্ত বাসস্থানের মানবাধিকার সুরক্ষা ঃ

আইনত বাধ্যতামূলক বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রয়োগ নির্দেশে বলা হয়েছে, সবাই যাতে উপযুক্ত বাসস্থানের অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই নির্দেশাবলির মধ্যে আছে ঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (১১.১ ধারা), শিশুর অধিকার সংক্রান্ত অধিবেশন (কনভেনশন) (২৭.৩ ধারা), নারীদের প্রতি সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশন (৫ (ঙ) ধারা)।

পূর্বোল্লিখিত ১৯৬৬-র চুক্তিপত্রে (কোভেনান্ট) (১১.১ ধারায়) পর্যাপ্ত বাসস্থানের যে অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল, তার পরিধি আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্য নিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার-বিষয়ক কমিটি (CESCR) তাদের সাধারণ ঘোষণাপত্রে (General Comment 4)[৬] বিষয়টিকে সংজ্ঞার আকারে প্রকাশ করেছে। বাসস্থান যেন পর্যাপ্ত হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে সাতটি মূল উপাদানের কথা বলা হয়েছে) ঃ

- স্বত্বের আইনি নিরাপত্তা ;
- পরিষেবার সুযোগসুবিধা;
- সুযোগসুবিধা গ্রহণের সামর্থ্য;
- যাতায়াতের পথ সুগম রাখা;
- বাসযোগ্যতা;
- অবস্থান;
- উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

"পর্যাপ্ততার" এই উপাদানগুলিকে আরও বিস্তৃত করেছে বিভিন্ন

নাগরিক সংগঠন এবং বাসস্থানের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙেঘর বিশেষ র‍্যাপোর্টার। অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ শারীরিক নিরাপত্তা; অংশগহণ করার এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার; জল-জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ; বাস্তুচ্যুত না হওয়া এবং বাসস্থানের ক্ষতি বা ধ্বংসসাধন যেন না ঘটে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া; পুনর্বাসন, পুনর্বসতি, ক্ষতিপূরণ, প্রত্যার্পন ইত্যাদির অধিকার, সমাধান বা প্রতিকার, শিক্ষা এবং স্বক্ষমতা অর্জনের অধিকার, নারীদের প্রতি হিংসা নিবারণের অধিকার।[৭]

বলপূর্বক উচ্ছেদ পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং ভূমিস্বত্ত্ব বিষয়ের মানবাধিকারকে লঙঘন করে ঃ

উল্লিখিত বিশেষ কমিটি (CESCR) ১৯৯৭ সালে তাদের ৭নং সাধারণ বিবৃতিতে (General Comment-7) বলপূর্বক উচ্ছেদের সংজ্ঞা দিয়েছে এইভাবেঃ বাসস্থান বা অধিকৃত জমি থেকে ব্যক্তি, পরিবার বা জনসম্প্রদায়কে কোনো আইনগত ও অন্যান্য সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে এবং তার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে উৎখাত করা।[৮]

সেইসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, বলপূর্বক উচ্ছেদ স্পষ্টতই বাসস্থানের মানবাধিকারকে লঙঘন করে এবং গৃহহীনতার সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। এই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙেঘর মানবাধিকার কমিশনের গৃহীত প্রস্তাবেও (১৯৯৩/৭৭ এবং ২০০৪/২৮)।

উপরোক্ত ৭নং বিবৃতিতে রাষ্ট্রগুলিকে সুপারিশ করে বলা হয়েছে ঃ উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের দ্বারা (বলপূর্বক উচ্ছেদ ঘটলে) আইনগত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ এবং প্রয়োজন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করার ব্যবস্থাদি রয়েছে, যাতে বলপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধ করা যায়।

কিন্তু গত কয়েক বছরে সারা পৃথিবীতেই বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা অভূতপূর্ব হারে বেড়ে চলেছে। এর পিছনে রয়েছে বহুবিধ কারণ — গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে বাঁধ, খনি, বন্দর ইত্যাদির নির্মাণ এবং পরিকাঠামো গঠনের তথাকথিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প; শহরের পুনর্গঠন এবং আয়তনবৃদ্ধির প্রকল্প; শহরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা, ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন, শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্প, যার মধ্যে এমনকি রয়েছে কৃষিজমি অধিগ্রহণও। এর ফলে তাঁদের নিজস্ব ঘরবাড়ি এবং বসতিস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন বহু পরিবার এবং জনসম্প্রদায়। যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্ত ঘটনাবলী গৃহহীনতা এবং জীবিকাচ্যুতির সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে।

বলপূর্বক উচ্ছেদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত আরও অনেকগুলি মানবাধিকারকে লঙঘন করে — যেমন, ব্যক্তি শারীরিক, নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থানের নিরপত্তার অধিকার। একাধিক ক্ষেত্রে যেখানে আইনানুগ পথে না গিয়ে হিংসার আশ্রয় নিয়ে উচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে, সেখানে লঙিঘত হয়েছে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারগুলিও; যেমন— স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানীয় জল, জীবিকা, শিক্ষা, নিষ্ঠুর অমানবিক এবং অসম্মানজনক আচরণবোধ চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ক অধিকারসমূহ।

যেসব কর্তৃপক্ষ এই ধরনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে চলেছে, তারা বিশেষ করে লঙঘন করছে মানুষের স্বত্বসংক্রান্ত অধিকার, বলপূর্বক ভূমিচ্যুত না হওয়ার অধিকার; জনহিতকর কাজ এবং পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার অধিকার; তথ্য জানা এবং সামর্থ অর্জন ও বৃদ্ধির অধিকার; উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার; ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার অধিকার। এই সব অধিকারগুলিই আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক স্বীকৃত বাসস্থানের অধিকারের অঙ্গ।

এইভাবে বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদের ফলে বহু মানুষ গৃহচ্যুত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসে পড়েছেন, জীবিকা হারিয়েছেন এবং আইনগত বা অন্যান্য উপায়ে কার্যকরী প্রতিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বলপূর্বক উচ্ছেদ হওয়া মানুষেরা অনেক সময়ই শারীরিক এবং মানসিক আঘাতের মুখে পড়েন—আর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন নারী, শিশু, অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় দিনযাপনরত মানুষ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ।

বলপূর্ভক উচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে কেবলমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রমী পরিস্তিতিতে এবং সেক্ষেত্রেও তা করতে হবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে সম্পূর্ণ মান্য করে।

উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ এবং বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রসঙেঘর বুনিয়াদি নীতি এবং নির্দেশিকা ঃ

২০০৫ সালের জুন মাসে পর্যাপ্ত আবাসন বিষয়ে রাষ্ট্রসঙেঘর র‍্যাপোর্টার জার্মান ফেডরেল ফরেন অফিস এবং জার্মান ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যন রাইট্স নামে দুটি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে বার্লিনে বলপূর্বক উচ্ছেদের ওপর একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ এবং আইন প্রণয়নের বিষয়ে বিশ্বের দেশগুলিকে সাহায্য করা। এই কর্মশালা থেকেই তৈরি হয় উন্নয়ন-জনিত উচ্ছেদ এবং বিস্থাপন বিষয়ে বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা (Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement) (এরপর থেকে বলা হবে নির্দেশিকা)।[৯] জুন, ২০০৭-এ রাষ্ট্রসঙেঘর ওই দপ্তর নির্দেশিকাটি মানবাধিকার পরিষদের (Human Rights Council) কাছে পেশ করে এবং পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে স্বীকৃতি দেয় ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে।[১০]

নির্দেশিকা ঃ প্রধান কয়েকটি বিষয় ঃ

এই নির্দেশিকার নীতি এবং প্রয়োগবিধিতে বেশ কয়েকটি নতুন নির্দেশ রয়েছে। ১৯৯৭ সালে থেকে এ বিষয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে নির্দেশগুলি।

উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে যে উচ্ছেদ এবং বিস্থাপনের ঘটনা ঘটে, মানবাধিকার লঙঘনের দৃষ্টিকোণ থেকে সেহ বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা হযেছে এই নির্দেশিকায়। এর আগে Comprehensive Human Rights Guidelines on Development-based Displacement (1997) নামে যে দলিলটি তৈরি হয়েছিল তাকে আরও বিস্তৃত রূপ দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশিকায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভিত্তিতে রচিত এই নির্দেশিকাটি পুর্বোল্লিখিত বিশেষ কমিটির (ESCR) ৪ নং এবং ৭ নং বিবৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন এবং বিধিনির্দেশের সঙ্গেও এই নির্দেশিকার সামঞ্জস্য রয়েছে। নির্দেশিকার মূল কথাগুলি হলো ঃ

- বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনাকে সংজ্ঞায়িত করা (অনুচ্ছেদ ৪-৮);
- বিশেষ 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে' যদি বিস্থাপনের ঘটনা ঘটাতেই হয়, সেক্ষেত্রে 'যথার্থ ন্যায়সংগত কারণ' দেখিয়ে এবং নির্দেশিত পদ্ধতি মেনে কী ভাবে তা করতে হবে, সেই বিষয়ে নীতিনির্দেশগুলি কঠোরভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া (অনু ২১);
- উচ্ছেদের আগে, সময়ে এবং পরে মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে কা কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তা বিস্তারিতভাবে নির্দেশ করে দেওয়া (অনু ৩৭-৫৮);
- বিস্থাপনের আগে উচ্ছেদের পরিণাম বিষয়ে মূল্যায়নের দাবি (অনু ৩২-৩৩);
- মানবাধিকার নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বসতি এবং যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি (অনু ৪২, ৬০-৬৩);
- উচ্ছেদ ছাড়াও বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে বিস্থাপন ঘটলে সেক্ষেত্রে করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করা (অনু ৫২, ৫৫);
- প্রতিকূল অবস্থায় জীবনযাপনরত জনসম্প্রদায়ের বিস্থাপনের ক্ষেত্রে বাসস্থানের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'পুনর্বাসনের অধিকার'-কে দাবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা (অনু ১৬, ৫২-৫৬);

● যেসব মানুষ গৃহ এবং ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদেব স্বত্বাধিকারকে নিশ্চিত করার কাজকে আশু দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান (অনু ২৩, ২৫);

● নারীর অধিকার এবং সুরক্ষা বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিনির্ধারণ (অনু ৭, ১৫, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৭ এবং ৫৮);

● শিশুদের উপযুক্ত বাসস্থানের অধিকারকে সুরক্ষিত করা (অনু ২১, ৩১, ৩৩, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬);

● প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় যথা সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যপীড়িত জনগোষ্ঠী, বৃদ্ধ মানুষ এদের ক্ষেত্রে উচ্ছেদের প্রভাবে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে — সেদিকে জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা (অনু ২১, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৫৪, ৫৭)।

● সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে মানবাধিকার সুরক্ষার আহ্বান ঃ

● কাজের এবং জীবিকার মানবাধিকার (অনু ৪৩, ৫২, ৬৩);

● জমি সংক্রান্ত মানবাধিকার (অনু ১৬, ২২, ২৫, ২৬, ৩০, ৪৩, ৫৬, ৬০, ৬১, ৬৩, ৭১);

● খাদ্যের মানবাধিকার (অনু ৫২, ৫৭);

● স্বাস্থ্যের মানবাধিকার (অনু ১৬, ৫৪-৫৭, ৬৩, ৬৮);

● শিক্ষার মানবাধিকার (অনু ১৬, ৫২, ৫৭, ৬০, ৬৩);

● রাষ্ট্র ছাড়াও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া (অনু ১১, ৭১-৭৩);

● প্রান্তবাসী এবং নিম্ন আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলিকে বাজার অর্থনীতি যাতে বলপূর্বক উচ্ছেদের দিকে আরও বিপদসংকুল অবস্থায় নিয়ে না যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান (অনু ৮, ৩০)।

নির্দেশিকাটির সম্ভাব্য ব্যবহার

এই নির্দেশিকার লক্ষ্য বিস্থাপনের ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং যেখানে সম্ভব সুস্থায়ী বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেখানে বিস্থাপন অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা মানবাধিকারের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মান নির্ণয় করে দিয়েছে যেগুলি যে কোনো পরিস্থিতিতেই মান্য করে চলতে হবে। সেই হিসাবে এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য অর্জনের কাজে সাহায্য করতে পারে।

নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পাবে ঃ

● বিস্থাপন ও পুনর্বাসনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত কর্তৃপক্ষ যেমন, স্থানীয় সরকারি আধিকারিক, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ীক সংস্থার প্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং পুলিশ কর্মচারী—তাদের কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারন উন্নততর করা এবং যাতে কোনো ক্ষেত্রেই মানবাধিকার লঙঘন না হয়, বরঞ্চ সেগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হয়, তা নিশ্চিত করা।

● সমস্ত বিস্থাপিত মানুষ, যেসব মানুষ বিস্থাপনের আশংকায় ভুগছেন এবং তাদের সহযোগী হয়ে কাজ করা এবং তা নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রান্ত মানুষেরা তাদের মানবাধিকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত থাকলে তাদের অধিকরের দাবী তোলা ও তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো সক্ষম হবেন।

● যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা (ব্যবসায়ীক ক্ষেত্র, সরকারী দপ্তর এবং রাষ্ট্র) তাদের এই কাজ সংঘটিত করে তার উপর নজর রাখা।

● আইন এবং নীতি সংস্কারকে প্রভাবিত করা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানবাধিকার সুরক্ষার স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকাটি উন্নয়ন, বিস্থাপন ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত জাতীয় আইন, নীতিসমূহ এবং

প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

● শহর এবং গ্রামাঞ্চল — এই দুই ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাগুলি যাতে মানবাধিকারের মান ও ভারসাম্য বজায় রেখে করা হয়, বিশেষ করে প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলো যেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়, পরিকল্পনা সমিতিকে এই মর্মে নির্দেশ করা।

● ন্যূনতম বিস্থাপন করার এবং পর্যাপ্ত ও ন্যায়সঙ্গত পুনর্বাসন করার স্বার্থে যাতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন ও প্রয়োগ করা হয়, সেই লক্ষ্যে বিচারকবর্গ এবং মানবাধিকার কমিশন সহ সমস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা।

● সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের জবাবদিহি করা।

● ছাত্র-ছাত্রীসহ সমস্ত মানুষের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষার প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করা।

● বলপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচারে বেশীসংখ্যক মানুষকে সমবেত করা, এবং পর্যাপ্ত বাসস্থান ও ভূমির অধিকারে স্বীকৃতি দেওয়া, সম্পাদন করা এবং সুরক্ষিত করার পক্ষে সরব হওয়া।

নির্দেশিকা পুস্তিকা

এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য পাঠকদের সঙ্গে নির্দেশিকাটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে এই নির্দেশিকাটি বলপূর্বক উচ্ছেদ নিবারণ এবং মানবাধিকার নীতির ভিত্তিতে যথাযথ উপায়ে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ও পুনঃস্থাপনের কাজে একটি শক্তিশালী বিধিনির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

এই পুস্তিকাটিতে প্রথম অংশে রয়েছে নির্দেশিকার সারাংশ, যেখানে তার মুখ্য উপাদানগুলিই পেশ করা হয়েছে। এর পর রয়েছে নির্দেশিকার

সম্পূর্ণ বয়ান।

নির্দেশিকা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হল মানবাধিকারের মানদন্ড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক — সমস্ত স্তরেই এই নীতিগুলির গ্রহনযোগ্যতা বাড়ানো ও প্রয়োগ করা।

আশা করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের এই নির্দেশিকা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে, যতগুলো ভাষায় সম্ভব অনুবাদ করা হবে, সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ সমূহ দ্বারা ব্যবহৃত হবে, সেইসঙ্গে আইন ও নীতিসমূহে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে করে বিভিন্ন মানবাধিকার, বিশেষত পর্যাপ্ত বাসস্থান, জীবিকা, ভূমির অধিকার এবং গৃহ ও ব্যক্তির নিরাপত্তাগুলি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

সারাংশ

■ সারাংশ

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

এই সারাংশটিতে পাঠকের সম্যক ধারনার জন্য নির্দেশিকাটির প্রতিটি অংশের মুখ্য উপাদানগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এর পরের অধ্যায়টিতে রয়েছে নির্দেশিকার সম্পূর্ণ বয়ানটি।

১। সুযোগের প্রকৃতি এবং পরিধি (অনুচ্ছেদ ১-১০) ঃ

গৃহ এবং ভূমি থেকে মানুষকে বলপূর্বক উচ্ছেদ রোধের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বাসস্থানের মানবাধিকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিকারের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও সার্বিক মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় ঃ 'বলপ্রয়োগ করে বা বেআইনিভাবে কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা, গৃহ, পরিবার অথবা যোগাযোগক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা যবে না'' এবং ''এই ধরনের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হলে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।''

এই নির্দেশিকায় উন্নয়নজনিত কারণে শহরে বা গ্রামাঞ্চলে উচ্ছেদ এবং বিস্থাপনের ঘটনাকে বিচার করা হয়েছে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত 'বলপূর্বক উচ্ছেদের' যে সংজ্ঞা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশিকটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা জোর করে উচ্ছেদের যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। গৃহ, ভূমি, সামাজিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ যার ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকে, তা থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা অঞ্চলে বসবাস করে জীবিকানির্বাহ করার যে অধিকার তার আছে, সেই অধিকার হরণ করা বা সংকুচিত করা হয়; এবং যথাযথ আইনি অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনে বলপূর্বক উচ্ছেদকে তাই একটি বিশিষ্ট ঘটনা হিসাবে দেখা হয় এবং উপযুক্ত বাসস্থানের যে মানবাধিকার, যার ভিতরে স্বত্বের আইনি নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত সেই অধিকারের সঙ্গেও সংযুক্ত করে বিচার করা হয়।

বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদের ঘটনায় আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত একাধিক মানবাধিকার চূড়ান্তভাবে লঙিঘত হয়। এইসব অধিকারের মধ্যে আছেঃ বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্য শিক্ষা, কাজ, শারীরিক নিরাপত্তা, গৃহের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় অধিকার। অসম্মানজনক আচরণ, বিনা বাধায় চলাফেরা করার স্বাধীনতা হরণও মানবাধিকার লঙঘন বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং উচ্ছেদ যদি করতেই হয় তা কেবলমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আইন অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক ও আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাকে মর্যাদা দিয়েই কাজটি করতে হবে।

২। সাধারণ দায়দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ ১১-৩৬) ঃ

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং দায়িত্বের প্রকৃতি (অনু ১১-১২) ঃ

বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটাতে পারে, তার জন্য নির্দেশ দিতে পারে, চাপ সৃষ্টি করতে পারে বা তাতে সম্মতি দিতে পারে। কিন্তু মানবাধিকার প্রয়োগ এবং মানবিক রীতিকে মান্য করার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিপত্রে যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তা রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই; অবশ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্তৃপক্ষও এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। প্রকল্প অধিকর্তা, আন্তর্জাতিক অর্থকারী ও অন্যান্য সংস্থা, ব্যক্তি ভূমিমালিক সকলের ওপরই এই দায়িত্ব বর্তায়।

(খ) মানবাধিকারের প্রাথমিক নীতি (অনু ১৩-২০) ঃ

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য বলপূর্বক উচ্ছেদ রোধ করা।

জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস, গোষ্ঠীগত পরিচয়, সামাজিক অবস্থান, বয়স, প্রতিবন্ধিত্ব, সম্পত্তির অধিকার বা জন্মগত কারণ ইত্যাদির অজুহাতে কারোর প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য যেন না হয়, তা সুনিশ্চিত করা এবং সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বলপূর্বক উচ্ছেদ যেন না হয়, নারীপুরুষ প্রত্যেকেই যেন পর্যাপ্ত বাসস্থানের এবং ভূ-স্বত্বের মানবাধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পারে — এই নির্দেশিকায় সেই বিষয়গুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি সুনিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

(গ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বাস্তব প্রয়োগ (অনু ২১-২৭) ঃ

রাষ্ট্রকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই যেন উচ্ছেদ ঘটতে পারে। উচ্ছেদ মানেই যেহেতু নানাবিধ স্বীকৃত মানবাধিকার লঙঘন, তাই উচ্ছেদের ঘটনার পিছনে যুক্তি এবং ন্যায়সংগত কারণ দেখাতে হবে। কোনো উচ্ছেদ ঘটাতে হলে— (১) তা আইন অনুসারে করতে হবে; (২) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে করতে হবে; (৩) কেবলমাত্র জনকল্যাণের স্বার্থেই তা করা যাবে; (৪) উচ্ছেদের মাত্রাকে যুক্তিসংগত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে; (৫) এমনভাবে কাজটা করতে হবে যাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকে; (৬) মেনে চলতে হবে বর্তমান নির্দেশিকাটি। উচ্ছেদের ফলে যারাই আক্রান্ত বা বিপন্ন হন, তাদের বাসস্থান, সম্পত্তি ইত্যাদির আইনগত অধিকার থাকুক বা না থাকুক — তারা সকলেই সুরক্ষা পাবার অধিকারী বলে গণ্য করতে হবে।

(ঘ) নিবারণমূলক নীতিকৌশল এবং কার্যক্রম (অনু ২৮-৩৬) ঃ

প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের সামর্থ্যকে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করে এমন নীতিকৌশল এবং কার্যক্রম গ্রহণ করবে যাতে উচ্ছেদের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী এবং জনসম্প্রদায় সকলের অধিকারই সুরক্ষিত থাকতে পারে। এই সুরক্ষা যেন মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে নিয়মিত ওই নীতিকৌশল এবং কার্যক্রমের সার্বিক পুনরীক্ষণ করতে হবে। উচ্ছেদের মূলে যে সব কারণ থাকে, যেমন জমি নিয়ে ফাটকাবাজি, আবাসন-নির্মাণ ব্যবসা — সেগুলি পরিহার অথবা নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যে ধরনের কাজে বিস্থাপনের প্রয়োজন ন্যূনতম, শুধুমাত্র তাকেই অগ্রাধিকার দেবে রাষ্ট্র। উন্নয়নজনিত কারণ উচ্ছেদ এবং বিস্থাপন ঘটতে পরে, এমন কোনো প্রকল্প শুরু করার আগে, তার পরিণামে কী হতে পারে, সে বিষয়ে একটা সামগ্রিক সমীক্ষা করে নিতে হবে, যাতে আক্রান্ত হতে যাওয়া মানুষগুলির মানবাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়। এই সমীক্ষার সঙ্গে বিকল্প কর্মসূচির ভাবনা, ক্ষতির মাত্রা যাতে কমানো যায়, নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বলপূর্বক উচ্ছেদের যে নানাবিধ অভিঘাত এসে পড়ে — সেই বিষয়গুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩। উচ্ছেদের আগে (অনু ৩৭-৪৪) ঃ

গ্রামে বা শহরে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে তাদেরও যুক্ত করতে হবে যারা ওই কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে ঃ

(ক) যারা বা শহরে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে তাদেরও যুক্ত করতে হবে যারা ওই কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে ঃ

(খ) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে জমির খতিয়ান এবং প্রস্তাবিত পুনর্বাসন বিষয়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য আগাম জানানো; বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কথা;

(গ) প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি নিয়ে জনসাধারণ যাতে তাদের অভিমত, পুনর্বিবেচনার দাবি বা আপত্তি প্রকাশ করতে পারেন, তার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে;

(ঘ) যাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন, তাঁদের অধিকার এবং মত প্রকাশের সুযোগ বিষয়ে অবহিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(ঙ) গণশুনানির আয়োজন এমনভাবে করতে হবে যাতে যাঁরা আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন তারা বা তাদের উকিলরা উচ্ছেদের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো বা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ পান। উন্নয়ন বিষয়ে তাদের দাবি এবং অভিমত প্রকাশের সুযোগও দিতে হবে।

উচ্ছেদের বদলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা, তার সমস্ত সম্ভাবনা রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাঁরা সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছেন তাদের সকলেরই প্রস্তাবিত কর্মসূচিটির বিষয়ে তথ্য জানার, আলোচনায় যোগদান করার এবং বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

উচ্ছেদসংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত স্থানীয় ভাষায় লিখিতভাবে এবং যথেষ্ট সময় দিয়ে আগাম সকলকে জানাতে হবে।

উচ্ছেদের ফলে কেউ যেন গৃহহীন হয়ে না পড়েন, বা তার অন্যান্য মানবাধিকার যেন লঙিঘত না হয়, যে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যবস্থা, ঘর তৈরি করে দেওয়া, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি যেন এই নির্দেশিকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত মানবাধিকার নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। যারা তাদের গৃহ বা বসবাসের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যেন উচ্ছেদের আগেই সম্পূর্ণ করা হয়।

৪। উচ্ছেদের সময় (অনু ৪৫-৫১) ঃ

মানবাধিকার নীতির মান্যতা রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উচ্ছেদের সময় সরকারি আধিকারিকরা বা তাদের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে অবশ্যই উপস্থিত থাকেন।

উচ্ছেদ এমনভাবে করা যাবে না যাতে আক্রান্তদের জীবন এবং নিরাপত্তার অধিকার ও মর্যাদা কোনোভাবে লঙিঘত হয়। উচ্ছেদের সময় রাষ্ট্রকে এই ব্যবস্থাও নিতে হবে, যাতে নারীদের প্রতি কোনো লিঙ্গভিত্তিক হিংসার প্রয়োগ না হয় এবং শিশুদের মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় উচ্ছেদ করা যাবে না। রাত্রিবেলায়, সামাজিক উৎসবের সময়ে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছুটির সময়ে, নির্বাচনের আগে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক আগে অথবা পরীক্ষা চলার সময়েও উচ্ছেদ করা যাবে না। রাষ্ট্র এবং তার প্রতিনিধিকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, কারোর ওপর যেন প্রত্যক্ষ এবং নির্বিকার হিংসা প্রয়োগ করা না হয়।

৫। উচ্ছেদের পর ঃ অবিলম্বে ত্রাণ এবং পুনর্বসতির বন্দোবস্ত (অনু ৫২-৫৮) ঃ

সরকার বা অন্যান্য যে সব সংস্থা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত পুনর্বাসন, প্রত্যার্পণ ইত্যাদির দায়িত্বে যারা আছে তাঁরা যেন উচ্ছেদের পর অবিলম্বেই সেই কাজগুলি করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যে কোন পরিস্থিতিতেই এবং কোনোরকম বৈষম্য না করেই কর্তৃপক্ষকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন, বিশেষত যারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে অসমর্থ, তারা যেন নিরাপদে এই ব্যবস্থা গুলির সুবিধা পান ঃ (ক) প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় জল ও নিকাশিব্যবস্থা; (খ) উপযুক্ত পোশাক; (গ) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা; (ঘ) জীবিকার উপায়; (ঙ) গবাদি পশুর খাদ্য এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ যার ওপর তারা আগে নির্ভরশীল ছিলেন; (ছ) শিশুদের শিক্ষা এবং যত্নের ব্যবস্থা। উচ্ছেদের ফলে বৃহৎ পরিবার বা কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন, সেই দিকটিও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে ঃ (ক) নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনের ওপর। পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, জননী সুরক্ষা এবং কেড যদি যৌন নিপীড়ন বা অন্য কোনো হিংসায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার জন্য উপযুক্ত প্রযত্ন ও পরামর্শ ইত্যাদি এই প্রয়োজনের আওতায় থাকছে। (খ) উচ্ছেদ এবং পুনর্বসতির জন্য কোনো রোগীর চালু চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয়। (গ) যে স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে যেন এইচ আই ভি/এইড্‌স-সহ কোনো ধরনের ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ না ঘটে।

পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত স্থানে যেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে পর্যাপ্ত বাসস্থানের এই শর্তগুলি পূরণ করা হয় ঃ (ক) স্বত্বের নিরাপত্তা; (খ) পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যথা— পানীয় জল, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থা, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, বর্জ্যপদার্থ নির্গমনের ব্যবস্থা ইত্যাদি; (গ) সামর্থ্যাধীন বাসস্থানের বন্দোবস্ত; (ঘ) এমন বাসযোগ্য আশ্রয় যাতে বাসিন্দারা বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পান, তা যেন পরিকাঠামোগত ঝুঁকিমুক্ত হয় এবং রোদ-জল-রোগ ইত্যাদির আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখতে পারেন; (ঙ) অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা; (চ) গ্রাম এবং শহর উভয় অঞ্চলেই বিদ্যালয়, শিশুদের যত্নকেন্দ্র, কাজকর্মের সুযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি; (ছ) বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক মানের উপযুক্ত বাসস্থান। গৃহের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই বিষয়গুলিও নিশ্চিত করতে হবে— গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা, সিদ্ধান্তগ্রহণে যোগদানের সুযোগ, হিংসাত্মক ঘটনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং নিতান্তই আক্রান্ত হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা।

৬। বলপূর্বক উচ্ছেদের প্রতিকার (অনু ৫৯-৬৮) ঃ

উচ্ছেদ হয়েছেন অথবা উচ্ছেদের হুমকির মুখে পড়েছেন এমন অবস্থায় সকলেরই সময়মত প্রতিকার প্রাপ্তির অধিকার আছে। প্রতিকার

অর্থে তাদের অবস্থার কথা জানাবার সুযোগ, আইনি সাহায্য এবং পরামর্শ, হৃত সম্পত্তি ফেরত পাওয়া, পুনর্বসতি, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য যাবতীয় অধিকার যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং নীতিতে স্বীকৃত। (দ্র পরিশিষ্ট)

(ক) ক্ষতিপূরণ (অনু ৬০-৬৩)

সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে, সেই ক্ষতির অর্থনৈতিকভাবে পরিমাপযোগ্য মাত্রা অনুসারে এবং অধিকারলঙ্ঘন ও পরিস্থিতির নিরিখে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত এবং সমানুপাতিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জমি এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে ক্ষতি হয়, তা কোনো অবস্থাতেই টাকা দিয়ে পূরণ করা যায় না। যদি জমি নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ওই হৃত জমির প্রাকৃতিক গুণ, আয়তন এবং মূল্যের সঙ্গে সমানুপাতিক অথবা উচ্চতর হারে হিসাব করে দিয়েই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সবধরনের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষকে সমানাধিকার দিতে হবে।

(খ) প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যার্পন (অনু ৬৪-৬৭) ঃ

উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তির পক্ষে যদি তার আদি বসবাসের জায়গায় ফিরে যাওয়া না সম্ভব হয় এবং পুনর্বসতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে না পারা যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি বা পরিবার যাতে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং সমমর্যাদায় তার বসবাসের জায়গায় ফিরে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয়ভারও কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

যদি বসবাসের জায়গায় আবার ফিরিয়ে দেওয়া এবং সম্পত্তি ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব থাকবে যাদের বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদ করা হয়েছে তার যেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান অথবা তাঁদের যেন পুনর্বসতির ব্যবস্থা হয় তা নিশ্চিত করা।

(গ) পুনর্বসতি এবং পুনর্বাসন (অনু ৬৮) ঃ

আদি বসতিস্থানে ফিরে যাওয়ার অধিকারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যেখানে জনকল্যাণের প্রশ্ন এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের বিষয়টি জড়িত আছে) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করতে হলে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে হবে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে, সমানাধিকারের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে।

৭। পরিচালনা, মূল্যায়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ (অনু ৬৯-৭০)ঃ

দেশের মধ্যে উচ্ছেদ, বিশেষত বলপূর্বক উচ্ছেদের ফলে কী পরিণতি হয়েছে তার পরিমানগত এবং গুণগত মূল্যায়নের কাজটি পরিচালনা করার দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের। মূল্যায়নসংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি যাতে সাধারণ মানুষ দেখার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে; এবং সেগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছেও, যাতে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সমস্যা নিরসনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তগুলি বিবেচনায় রেখে পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা করা যায়।

৮। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সমাজের ভূমিকা (অনু ৭১-৭৪) ঃ

বাসস্থান, জমি এবং সম্পত্তির মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্য পূরণ করা, তাকে সুরক্ষিত করা এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরার দায়িত্ব রয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত সংস্থাগুলি এবং তাদের প্রতিনিধি দেশগুলিকে (ওই সংস্থায় যাদের ভোটাধিকার আছে) এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রীতি অনুসারে বলপূর্বক উচ্ছেদ কীভাবে রোধ করা যায়। বহুজাতিক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকেও পর্যাপ্ত বাসস্থানের মানবাধিকারকে মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধির ভেতর বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা কীভাবে রোধ করা যায়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

পরিশিষ্ট

উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক আইন, সনদ, চুক্তিপত্র ঃ

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), 1997.
4. International Human Rights Law.
5. U.N. Human Rights Council.

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে
রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা পুস্তিকা

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা

(পূর্ণ বয়ান)

উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা*

বিষয় তালিকা

		অনুচ্ছেদ সংখ্যা
I.	উদ্দেশ্য এবং প্রকার	১-১০
II.	আইনগত বাধ্য-বাধকতা	১১-৩৬
	(ক) দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার প্রকারভেদ	১১-১২
	(খ) বুনিয়াদি মানবাধিকার নীতি	১৩-২০
	(গ) রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা ও তার প্রয়োগ	২১-২৭
	(ঘ) প্রতিরোধ কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচি	২৮-৩৬
III.	উচ্ছেদের আগে	৩৭-৪৪
IV.	উচ্ছেদের সময়	৪৫-৫১
V.	উচ্ছেদের পরঃ ত্রাণ ও পূণর্বসতির আশু ব্যবস্থা	৫২-৫৮
VI.	গায়ের জোরে উচ্ছেদ ও তার প্রতিকার	৫৯-৬৮
	(ক) ক্ষতিপূরণ	৬০-৬৩
	(খ) প্রত্যার্পণ এবং প্রত্যাবর্তন	৬৪-৬৭
	(গ) পূর্ণবসতি ও পূনর্বাসন	৬৮
VII.	সজাগীকরণ, মূল্যায়ণ এবং অনুশাসন	৬৯-৭০
VIII.	আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা আন্তর্জাতিক সমাজের ভূমিকা	৭১-৭৩
IX.	উপসংহার	৭৪

*এটি দিশানির্দেশিকার যথাযথ এবং সম্পূর্ণ বয়ান। পর্যাপ্ত বাসস্থান সংক্রান্ত সংযুক্ত রাষ্ট্র-র বিশেষ প্রতিনিধি রিপোর্টে এই বুনিয়াদী নীতি ও নির্দেশিকাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মিলুন কোঠারী, A/HRC/4/18, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, অনলাইনে পাওয়া যাবে এই ঠিকানা ঃ http//www/2.ohchr.org/english/issues/housing/annual.htm.

I. উদ্দেশ্য এবং প্রকার

১। বাসস্থান ও জমি থেকে মানুষকে গায়ের জোরে উৎখাত বন্ধ করার প্রশ্নে রাষ্ট্র বা সরকারের কিছু আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর এই বাধ্যবাধকতার রূপরেখা একাধিক আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত বাসস্থান এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সেই সনদ বা চুক্তিপত্র সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিশ্ব মানবাধিকার সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (১১.১ ধারা), শিশুর অধিকার সংক্রান্ত অধিবেশন (২৭.৩ ধারা), নারী বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত অধিবেশন (১৪.২ এইচ ধারা) এবং জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশন (৫ (ই) ধারা)।

২। এছাড়াও, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের ১৭তম ধারা, যে ধারায় অবিভাজ্য মানবাধিকারকে মান্যতা দিয়ে বলা হয়েছে, কোনও নাগরিকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, কিংবা বাড়ি ও চিঠিপত্রে নির্বিচার ও বেআইনি হস্তক্ষেপ চলবে না। এমনকি তার ব্যক্তিমর্যাদা ও মান-সম্মানের ওপর অবৈধ আক্রমণ করা যাবে না। যদি করা হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে প্রত্যেকের আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। শিশুর অধিকার সংক্রান্ত অদিবেশন বা কনভেনশনের ১৬.১ ধারায় একই কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনগুলি হল, শরণার্থীর মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের অধিবেশনের ২১তম ধারা, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা বা আদিবাসী সংক্রান্ত ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) আয়োজিত ১৬৯ অধিবেশনের ১৬ ধারা এবং যুদ্ধের সময় অসামরিক নাগরিক জীবন সুরক্ষা সংক্রান্ত জেনিভা অধিবেশনের (১২ আগস্ট, ১৯৪৯) ৪৯ তম ধারা।

৩। শহর ও গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের কারণে উচ্ছেদ এবং বিস্থাপনের ফলে মানবাধিকার লঙঘনের প্রশ্নটিই আলোচ্য নির্দেশিকায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, এই নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপূরক এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক কমিটির সাধারণ ঘোষণার (General Comment 4 & 7) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদন্ডে বলপূর্বক উচ্ছেদ প্রবণতার যতগুলি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিকে মান্যতা দিয়ে আলোচ্য নির্দেশিকায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিস্থাপনকে সামাজিক বৈষম্যের এক নির্মম ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, বলপূর্বক উচ্ছেদ মৌলিক মানবাধিকার লঙঘন করে এবং আশ্রয়হীনতার সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।[৩]

৫। বলপূর্বক উচ্ছেদ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সুস্পষ্ট একটি বাহ্যরূপ গড়ে দেয় এবং তা বৈধভাবে প্রাপ্ত ভোদদখলকে অস্বীকার করে। অথচ উপযুক্ত বাসস্থানের অধিকারের প্রশ্নে এই ভোগদখল একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দেখা গেছে যে, গায়ের জোরে উচ্ছেদের ফলে নাগরিক জীবনে দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনে। বিস্থাপনের শিকার মানুষদেরও একই রকম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।[৪] বাস্তবিক পক্ষে উচ্ছেদ ও বিস্থাপন জনসংখ্যায় রূপান্তর ঘটায়। শেষ বিচারে তা গণ বহিষ্কার, গণ অভিনিষ্ক্রমণ ও জনগোষ্ঠী বিতারনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

৬। বলপূর্বক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করে। নাগরিকের উপযুক্ত বাসস্থানের অধিকর

[৩]যথাযথ আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি মেনে উচ্ছেদ করা হলে সেখানে বলপূর্বক উচ্ছেদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে না।

[৪]অভ্যন্তরীন বিস্থাপন বিষয়ক নির্দেশনীতিসমূহের ৬নং নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কেড়ে নেয়। খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা, নিরাপত্তা, নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ বা নির্যাতিত না হওয়ার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত আনে। অতএব একেবারে অনন্যোপায় হয়ে উচ্ছেদ যদি করতেই হয়, তাহলে প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রাসঙ্গিক শর্ত ও মানবিক রীতি মেনেই তা করতে হবে।

৭। অসাম্য, সামাজিক সংঘাত, নিঃসঙ্গতা এবং বন্দিদশাকে নিবিড় করে তোলে এই বলপূর্বক উচ্ছেদ। আর তা অনিবার্যভাবে সমাজের পিছিয়ে থাকা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মতো সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে।

৮। আলোচ্য নির্দেশিকায় উন্নয়নের কারণে উচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট দিক্ নির্দেশ করা হয়েছে। তা হল, 'জনস্বার্থবাহী' পূর্বপরিকল্পিত উচ্ছেদ। সর্বজনীন উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত প্রকল্প, যেমন বৃহৎ বাঁধ, বৃহৎ শিল্প অথবা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যান্য অগ্রনী শিল্পের জন্য এই উচ্ছেদ চলতে পারে। তবে তা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তার পরিপন্থী হলে চলবে না।

৯। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিস্থাপন, কিংবা আইন-শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অভ্যন্তরীণ হিংসা ইত্যাদি কারণে উচ্ছেদ অধিকাংশ সময়ই প্রচলিত মানবাধিকরের শর্ত লঙঘন করে, পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে অস্বীকার করে। এমন পরিস্থিতিতে আলোচ্য নির্দেশিকার বাইরে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১০। বিশেষ বা বৃহত্তর কারণে উচ্ছেদ ঘটলে, আলোচ্য নির্দেশিকা রাষ্ট্র বা সরকারকে এই মর্মে সতর্ক করে যে, ওই উচ্ছেদ যেন প্রচলিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রীতির পরিপন্থী না হয় এবং তা বলপূর্বক উচ্ছেদে পরিণত না হয়। আলোচ্য নির্দেশিকায় রাষ্ট্র বা সরকারের

কাছে উন্নয়ন, নীতি, আইন, পদ্ধতি ও প্রতিরোধ নীতির একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই। তা হল, বলপূর্বক উচ্ছেদ যাতে না হয়।

II. আইনগত বাধ্যবাধকতা

(ক) দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার প্রকার

১১। বিভিন্ন স্তরে বৈধ কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক উচ্ছেদের দাবি, প্রস্তাব বা উদ্যোগ নিতে পারে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায় হল মানবাধিকার এবং আন্তর্জতিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা। আলোচ্য নির্দেশিকায় তারই একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

১২। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে থেকে নাগরিকের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেবে, তাকে রক্ষা করবে এবং তা পূরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ এবং দেশ বহির্ভূত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙঘন করা থেকে বিরত থাকবে। দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোনও শক্তি বা নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী যাতে অন্যের মানবাধিকার লঙঘন না করে, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেবে। মানবাধিকারকে উর্ধ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মানবাধিকার লঙঘনের শিকার নাগরিকের দিকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এই বাধ্যবাধকতা চিরাচরিত এবং এ ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য চলবে না।

(খ) বুনিয়াদি মানবাধিকার নীতি

১৩। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, জীবন ধারনের যথোপযুক্ত মান বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকের রয়েছে পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার। এই অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে নাগরিকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নির্বিচার ও বেআইনি হস্তক্ষেপের হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার।

১৪। আন্তর্জাতিক আইনে আরও বলা হয়েছে, বলপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়া এবং বাসস্থানের অধিকার ও ভোগদখলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে পালন করতে হবে। আর এ ব্যাপারে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মত ও বিশ্বাস, কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য রাখা চলবে না।

১৫। বলপূর্বক উচ্ছেদের হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়া এবং বাসস্থানের অধিকার ও ভোগদখলের নিরাপত্তা যাতে নারী ও পুরুষ সমানভাবে পেতে পারে, সেদিকেও রাষ্ট্র সজাগ দৃষ্টি রাখবে। আলোচ্য নির্দেশিকায় এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

১৬। সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের রয়েছে পুনর্বাসনের অধিকার। বিকল্প হিসাবে আরও ভাল জমি ও বাড়ি বেছে নেওয়ার অধিকারও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত।[৭]

১৭। বলপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার লঙঘন বা লঙঘনের হুঁশিয়ারির অভিযোগ পাওয়া গেলে রাষ্ট্র বা সরকারকে উপযুক্ত ও কার্যকরি আইনি সহায়তা দিতে হবে।

১৮। এই সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারকে খন্ড বা খর্বিত করে এমন কোনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে রাষ্ট্র বিরত থাকবে।

১৯। নির্বিচারে বিস্থাপন সহ বলপূর্বক উচ্ছেদের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জনজাতিগত, ধর্মীয় অথবা জাতিগত সমন্বয়ের প্রশ্নে বিপর্যয় ডেকে আনে, এই সত্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

২০। মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে রাষ্ট্র বা সরকার তার আন্তর্জাতিক নীতি কর্মসূচি সূত্রবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে।

[৭] অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কমিটির পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার সংক্রান্ত ৪নং সাধারণ বিবৃতি দেখুন।

(গ) রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা ও তার প্রয়োগ

২১। একমাত্র অবধার্য পরিস্থিতিতেই যাতে উচ্ছেদ ঘটে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত মানবাধিকারের বৃহত্তর পরিসরে বিরূপ প্রভাবের কথা স্মরণে রেখে উচ্ছেদকে পূর্ণমাত্রায় যুক্তিযুক্ত করে তুলতে হবে। উচ্ছেদ (ক) আইনের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে; (খ) আন্তর্জাতিক মানবধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে; (গ) সার্বিক জনকল্যাণের প্রশ্নই হবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়;[ঘ] (ঘ) যথোপযুক্ত ও সুষ্ঠু ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে; (ঙ) সর্বোপরি আলোচ্য নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। সুরক্ষার এই পদ্ধতিগত রীতি সহজেই আক্রান্ত হতে পারেন এমন সব ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে গার্হস্থ্য আইন বিবেচ্য নয়।

২২। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের অনুসারি নয়, এমন ক্ষেত্রে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করতে রাষ্ট্র বা সরকার প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে। মানবাধিকারের পরিপন্থী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাড়ি বা জমি বাজেয়াপ্ত করার কাজে যতটা সম্ভব বিরত থাকবে। প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতি না মেনে দলবদ্ধ অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি উচ্ছেদ চালায়, তাহলে রাষ্ট্র তাদের বা তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি অথবা ফৌজদারি মামলা দায়ের করবে।

২৩। প্রত্যেকেই যাতে পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র তার সর্বোচ্চ সঙ্গতি নিয়ে এগিয়ে আসবে। উচ্ছেদের হাত থেকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা

[ঘ] বর্তমান নির্দেশিকাটিতে সার্বিক জনকল্যাণের উদ্যোগ বলতে বোঝানো হয়েছে আন্তর্জতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সমস্ত নাগরিক, বিশেষতঃ সহজেই আক্রান্ত হতে পারেন এমন জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার্থে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে যে পদক্ষেপ নিয়েছে।

সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ।[ঙ]

২৪। যে কোনও ধরনের বৈষম্য, সংবিধি মানুষের পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারের ওপর যাতে বিরুদ্ধ প্রভাব না পড়ে সেই লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইনের সবিস্তার পর্যালোচনা করবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সংস্থানগুলিকে মান্যতা দেবে।[চ]

২৫। মানুষকে তার আইনগত অধিকার থেকে সবলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র, ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের ভোগদখলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করবে। যাদের ঘর বা জমির আইনি মালিকানা সেই, তাদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র একই ব্যবস্থা নেবে।

২৬। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যাতে বাসস্থানের অধিকার সমান ভাবে ভোগ করতে পারেন সে ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিয়তা দিতে হবে। বলপূর্বক উচ্ছেদের হাত থেকে নারীরা যাতে সমান সুরক্ষা পান, সে জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনি ব্যবস্থা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে বাড়ি ও জমির মালিকানা নারীর হাতে তুলে দেওয়া যায়।

২৭। বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহায়তা এবং বহুমুখী ফোরাম ও সংগঠনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শর্তাবদ্ধ মানবাধিকার নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। দাতা বা গ্রহীতা — রাষ্ট্রের ভূমিকা যাই হোক না কেন, মানবাধিকারের প্রশ্নে তার দায়বদ্ধতাকে

[ঙ] রাষ্ট্রীয় পক্ষের দায়িত্বের স্বরূপ সংক্রান্ত ৩নং সাধারণ বিবৃতি দেখুন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কমিটির দ্বারা ১৯৯০ সালে গৃহীত।

[চ] মানবাধিকার আয়োগের বাসস্থান ও বৈষম্য সংক্রান্ত ২০০২ সালের নির্দেশিকা দেখুন, যেখানে পর্যাপ্ত বাসস্থান সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি দল পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। (E/CN. 4/2002/59)

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিসরে ফুটিয়ে তুলবে।[৪] প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি যাতে এমন কোনও প্রকল্প, কর্মসূচী অথবা নীতি গ্রহণ না করে যেখানে বলপূর্বক উচ্ছেদের বিষয়টি জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এ দিকেও রাষ্ট্র বা সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাতে হবে। অর্থাৎ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া যাতে আন্তর্জাতিক আইনের কিংবা আলোচ্য নির্দেশিকার পরিপন্থী না হয়।

(ঘ) প্রতিরোধক কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচী

২৮। বলপূর্বক উচ্ছেদের হাত থেকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং সেই অনুসারে কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

২৯। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র তার কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচী সমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে। নারী এবং প্রান্তিক শ্রেণির নাগরিকের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী সংস্থানগুলি দূর করবে। সরকারি নীতি ও কর্মসূচী যাতে বৈষম্যমূলক না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। দারিদ্রের কারণে শহর ও গ্রামের যে সব মানুষ ইতিমধ্যেই প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, তাদের আরও কোনঠাসা করা চলবে না।

৩০। জমি এবং আবাসন নির্মাণের কারণে বলপূর্বক উচ্ছেদ প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্মাণ শিল্প বাজারের কর্মপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখাও রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কাজ। কারণ এই বাজারি শক্তি হামেশাই গরীব এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীকে বলপূর্বক উচ্ছেদের চেষ্টা করে। আবাসন অথবা জমির দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারি শক্তির এই প্রবণতা বাড়তে থাকে। সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের ওপর শারীরিক অথবা অর্থনৈতিক

[৪] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ২২ ধারা; রাষ্ট্রসংঘ সনদের ৫৫ এবং ৫৬ ধারা; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ২নং ধারা (১, ১১, ১৫, ২২ এবং ২৩নং অনুচ্ছেদ); শিশুর অধিকার বিষয়ক চুক্তির ২৩নং ধারা (৪নং অনুচ্ছেদ) এবং ২৮নং ধারা (৩নং অনুচ্ছেদ)-তে অন্তর্ভুক্ত।

চাপ সৃষ্টি করে তা পর্যাপ্ত বাসস্থান অথবা জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চলে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩১। বাড়ি এবং জমি বন্টনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকারের তৎপরতা জরুরি।

৩২। বিস্থাপন যাতে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারি নীতি গ্রহণ করা উচিত। এ ধরনের নীতিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। উন্নয়নের কারণে উচ্ছেদ বা বিস্থাপন ঘটতে পরে, এমন কোনও প্রকল্প শুরু করার আগে তার পরিণতিতে কী কী হতে পারে সে বিষয়ে একটা সার্বিক সমীক্ষা বা পর্যালোচনা করতে হবে এবং উচ্ছেদের কারণে যাঁরা ক্ষতগ্রস্থ হবেন (ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে) তাঁদের মানবাধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে সেই মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। উচ্ছেদের অভিঘাত খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচীর কথাও ভাবতে হবে, যাতে ক্ষতির মাত্রা ন্যূনতম করে তোলা যায়।

৩৩। নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বলপূর্বক উচ্ছেদের যে নানাবিধ অভিঘাত নেমে আসে, সে বিষয়টিকেও সমীক্ষার আওতায় আনতে হবে। এই সকল সমীক্ষা অবশ্যই বিশ্বস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান নির্ভর হবে, যাতে নানাবিধ অভিঘাতগুলিকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

৩৪। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির সঠিক প্রয়োগের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ বিশেষ জরুরি। এই কাজে আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী আধিকারিক, গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক সমীক্ষক এবং নকশা নির্মাণ, ম্যানেজমেন্ট ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত পেশার মানুষকে জড়ো করা যেতে পরে। এর সঙ্গে নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে।

৩৫। রাষ্ট্রের উচিত, বলপূর্বক উচ্ছেদ প্রতিরোধে প্রচলিত আইন, নীতি এবং অধিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রচার করা। বিশেষ করে উচ্ছেদের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের কাছে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সময়মতো প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরি।

৩৬। রাষ্ট্রকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে যে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্ছেদের বিষয়টি যতদিন জাতীয় আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক আইনি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন থাকবে, ততদিন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের বাসস্থানের অধিকার সুনিশ্চিত থাকবে।

III. উচ্ছেদের আগে ঃ

৩৭। গ্রামে অথবা শহরে, উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের যুক্ত করা দরকার। প্রথমত, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, এমন নাগরিকদের কাছে সহজ ভাষায় বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে জানাতে হবে যে, প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে একটি গণ শুনানির আয়োজন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জমির খতিয়ান এবং প্রস্তাবিত পুনর্বাসন বিষয়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে হবে। এ কাজে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘিরে লোক সাধারণ যাতে তাঁদের অভিমত, কিংবা আপত্তি কিংবা পুনর্বিবেচনার দাবি করতে পারেন, তার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। চতুর্থত, উন্নয়নের কারণে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে চলেছেন, তাঁদের অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মান্যতা দিতে হবে। তাঁরা যাতে মতপ্রকাশের সুযোগ পান সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সজাগ থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি, গণশুনানির ব্যবস্থাকে অবাধ ও সর্বজনীন করে তুলতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জনতা সমবেত ভাবে কিংবা

তাঁদের নির্বাচিত মুখপাত্রের মাধ্যমে উচ্ছেদের সিদ্ধান্তকে যাতে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন কিংবা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ পান, গণশুনানিতে তার সংস্থান রাখতে হবে। উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের দাবি এবং অভিমত প্রকাশের সুযোগও দিতে হবে।

৩৮। উচ্ছেদের বিকল্প কী হতে পারে, তার সকল সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে রাষ্ট্রকে। নারী, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সকল সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার মানবাধিকারকে মান্যতা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে আইন আদালত ছাড়াও ট্রাইব্যুনাল কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তকারী কর্মীদের মধ্যস্থতা করার সুযোগ দিতে হবে।

৩৯। উন্নয়নের পরিকল্পনা চলাকালীন সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের (নারী ও প্রান্তিকগোষ্ঠী-সহ) মধ্যে মতবিনিময় ও আলাপ আলোচনার সুযোগ করে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪০। উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, অনন্যোপায় হয়েই এই উচ্ছেদ করতে হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনস্বার্থ সুরক্ষার দিকে নজর রাখা হয়েছে।

৪১। উচ্ছেদ সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত স্থানীয় ভাষায় লিখিত ভাবে এবং যথেষ্ট সময় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগাম জানাতে হবে। উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্তের সপক্ষে কারণগুলি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে, যুক্তিসঙ্গত বিকল্পের অভাবেই এই উচ্ছেদ। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের অনুমোদন জরুরি।

৪২। উচ্ছেদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে যাঁরা উচ্ছেদ হতে চলেছেন,

তাঁদের সম্পত্তির আর্থিক মূল্য, বিনিয়োগ মূল্য ও উচ্ছেদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সব জিনিসের তালিকা জমা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৪৩। উচ্ছেদের ফলে কেউ যেন গৃহহীন না হয়ে পড়েন, কিংবা তাঁর অন্যান্য মানবাধিকার যেন লঙিঘত না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। বিকল্প বাসস্থান, উর্বর জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং বিশেষ কার আর্থিক দিক থেকে যাঁরা দুর্বল, তাঁদের সাধ্যমত বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪৪। আলোচ্য নির্দেশিকার ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত মানবাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে রাষ্ট্রকে। ঘর তৈরি, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিকাশিব্যবস্থা, স্কুল নির্মাণ, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি বিষয়গুলি জরুরি ভিত্তিতে শেষ করতে হবে। যাঁরা ঘর কিংবা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে যাচ্ছেন, তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যেন উচ্ছেদের আগেই সম্পূর্ণ করা হয়।[৯]

IV. উচ্ছেদের সময় ঃ

৪৫। উচ্ছেদের সময় মানবাইধকার নীতিকে মান্যতা দিয়ে, সরকারি আধিকারিক অথবা তাদের প্রতিনিধিদের অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। যাঁরা উচ্ছেদ হচ্ছেন তাঁদের কাছে নিজেদের পরিচয়পত্র ও উচ্ছেদের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে হবে।

৪৬। উচ্ছেদের সময়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির কিংবা তার শর্তাবলী মানা হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষককে উচ্ছেদ স্থলে থাকার অনুমতি দিতে হবে।

[৯] এই নির্দেশিকার ৫নং ভাগ দেখুন।

৪৭। উচ্ছেদের সময় উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জীবন এবং নিরাপত্তার অধিকার যাতে কেনও ভাবে ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে রাষ্ট্রকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর উচ্ছেদের সময় নারীরা যাতে বৈষম্য এবং হিংসার শিকার না হন ও শিশুর মানবাধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে, সে ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকারকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪৮। উচ্ছেদের সময় কোনও রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করা হলে, সেই শক্তি মানবাধিকারের মৌলিক শর্তগুলিকে মর্যাদা দিচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪৯। প্রতিকূল আবহাওয়ায় উচ্ছেদ করা যাবে না। এছাড়াও রাতে, উৎসব অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন, নির্বাচনের আগে স্কুলের পরীক্ষা চলাকালীন অথবা পরীক্ষার প্রাক্ মুহূর্তে উচ্ছেদ করা যাবে না।

৫০। উচ্ছেদের সময় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ বিশেষ করে নারী এবং শিশুরা যাতে প্রত্যক্ষ অথবা নির্বিচার আক্রমণের শিকার না হন, সে বিষয়ে রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধিদের নিশ্চয়তা দিতে হবে। ঘরবাড়ি ভাঙার সময় উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সম্পত্তি অথবা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখা দরকার।

৫১। উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের দিয়ে তাদেরই বাসস্থান অথবা অন্যান্য কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং তার প্রতিনিধিরা জোর করতে পারবে না। এই কাজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির বিরোধী।

V. উচ্ছেদের পর ঃ ত্রাণ ও পুনর্বসতির আশু ব্যবস্থা

৫২। ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত পুনর্বাসনের এবং প্রত্যার্পণের দায়িত্বে থাকা সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার উচিত উচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই এই কাজগুলি আন্তর্জাতিক ভাবে পালন করা। যে কোনও পরিস্থিতিতে এবং কোনও রকম বৈষম্য না রেখে কর্তৃপক্ষকে সকল

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষ, যাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে পারেন না, তাদের নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। সেগুলি হলে প্রথমত, প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় জল এবং নিকাশি ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক আশ্রয় এবং বাসস্থান। তাছাড়া রয়েছে উপযুক্ত পোষাক, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা, জীবিকার ন্যূনতম উপায়, গবাদি পশুর খাদ্য এবং সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ যার ওপর তারা আগে নির্ভরশীল ছিলেন। এছাড়াও কর্তৃপক্ষকে আর যে সব ব্যবস্থা নিতে হবে তাহল, শিশুদের শিক্ষা এবং যত্নের ব্যবস্থা। সর্বোপরি বৃহৎ পরিবার বা কোনও একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৫৩। এই সার্বিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এবং প্রাথমিক পরিষেবা ও সরবরাহ বন্টনের কাজে নারীরা যাতে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন, সে ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৫৪। উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা মানবাধিকারের অন্যতম শর্ত। বিশেষ করে যারা অশক্ত, অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য যতটা দ্রুত সম্ভব সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন মতো, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। নারী এবং শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। পারিবরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, জননী সুরক্ষা এবং কেউ যদি যৌন নিপীড়ন বা অন্য কোনও হিংসায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার জন্য উপযুক্ত প্রযত্ন ও পরামর্শ দিতে হবে। উচ্ছেদ এবং পুনর্বসতির জন্য কোনও রোগীর চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে সেখানে যেন এইচ আই ভি / এইড্‌স সহ কোনও ধরনের ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ না ঘটে।

৫৫। পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত স্থানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের শর্তগুলি যথাযথ পূরণ হচ্ছে কিনা, তা খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে[৯] ভোগ দখল বা স্বত্ত্বের নিরাপত্তা যাতে অক্ষুন্ন থাকে। পাশাপাশি পরিষেবা, পরিকাঠামো, জীবন ধারনের প্রাথমিক উপকরণ অর্থাৎ পানীয় জল, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থা এবং খাদ্যের সংস্থান বা সংরক্ষণ যেন বজায় থাকে, অর্থাৎ বসবাসের জায়গাকে আক্ষরিক অর্থেই বসবাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। রোদ-জল-ঝড়-সংক্রমণ ব্যাধি যাতে আক্রমণ করতে না পারে, অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্য যাতে নিরাপদে রাখা যায় এছাড়াও অবহেলিত বা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। স্কুল, শিশু, প্রতিপালন কেন্দ্র, কাজকর্মের সুযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব রুচি বা সাংস্কৃতিক চাহিদা আছে। পুনর্বাসনের পরেও যাতে সেই চাহিদা বজায় থাকে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের সতর্ক নজরদারি জরুরি। সর্বোপরি রয়েছে বাসস্থানের নিরাপত্তা। তার জন্য প্রয়োজন গোপনীয়তা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার এবং হিংসার শিকার না হওয়া।

৫৬। আলোচ্য নির্দেশকায় পুনর্বসতির যে সব শর্তাবলী আছে, তা পূরণেব লক্ষ্যে রাষ্ট্র যে সব বিষয়গুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে সেগুলি হল ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত মানবাধিকার নীতিসমূহের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা।

(খ) পুনর্বসতির পরে দেখতে হবে যে নারী, শিশু, ভূমিপুত্র এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীসহ নির্বিশেষে সকলের মানবধিকার সুরক্ষিত থাকে। সম্পত্তির অধিকার থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হন।

(গ) উন্নয়নের কারণে উচ্ছেত হওয়া মানুষের পুনর্বসতির যাবতীয় খরচ রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে।

[৯] পর্যাপ্ত বাসস্থান নিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কমিটির গৃহিত ৪নং সাধারন বিবৃতি দেখুন।

(ঘ) মানবাধিকারের প্রশ্নে উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যেন কোনও ক্ষতির শিকার না হন। জীবন ধারনের মান উন্নয়নের অধিকার তারা যেন ছেদহীনভাবে উপভোগ করতে পারেন। পুনর্বাসন স্থানের পুরনো বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও একই শর্ত প্রযোজ্য।

(ঙ) উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের জন্য পুনর্বসতি স্থির করার আগে তাদেরকে এ বিষয়ে আগাম খবর দিতে হবে। এবং প্রস্তাবিত স্থানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রাখতে হবে রাষ্ট্রকে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(চ) উচ্ছেদের পরে স্থান পরিবর্তনের খরচ অল্প আয়ের মানুষেব ওপর যাতে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এবং তা যেন তাঁদের সাধ্যের বাইরে চলে না যায়।

(ছ) পুনর্বসতির জন্য নির্বাচিত স্থান যাতে দূষণ মুক্ত হয় কিংবা অদূর ভবিষ্যতে দূষিত হয়ে না ওঠে সে ব্যাপারেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(জ) পুনর্বাসনের আগে রাষ্ট্রের প্রকল্প ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ভুক্তভোগী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং তা উচ্ছেদ হওয়া মানুষের কতটা ভাল করবে, সে বিষয়েও তাদের বিশদে জানাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু, ভূমিহীন মানুষ, নারী এবং শিশুদের প্রশ্নে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

(ঝ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের পূর্ণ অংশগ্রহণ জরুরি। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দেওয়া বিকল্প প্রস্তাবগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

(ঞ) অবাধ ও সুষ্ঠু গণশুনানির পরেও যদি দেখা যায় যে পুনর্বাসনের

প্রশ্নে আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করা দরকার, তা হলে তার জন্য উচ্ছেদ হতে যাওয়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ন্যূনতম ৯০ দিন সময় দিতে হবে।

(ট) পুনর্বাসনের সময় যাতে কোনও রকম বলপ্রয়োগ, হিংসা অথবা ভীতি প্রদর্শন না করা হয়, তা দেখার জন্য সরকারি আধিকারিক এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫৭। নারী এবং প্রান্তিকগোষ্ঠী অথবা দুর্বল শ্রেণির মানুষেরা যাতে বাসস্থানের অধিকার এবং খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তার অধিকার সমান ভাবে উপভোগ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুনর্বাসন নীতি স্থির করতে হবে। বাসস্থানের নিরাপত্তা, নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অমর্যাদাকর আচরণ না পাওয়ার অধিকার এবং স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার অধিকার যাতে বজায় থাকে, তার জন্য পুনর্বাসন নীতিতেও সেই সংস্থান রাখতে হবে।

৫৮। উচ্ছেদের ফলে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাসস্থানের অধিকার সহ অন্যান্য মানবাধিকার ক্ষুন্ন করা চলবে না। পুনর্বসতি স্থানের পুরনো বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও একই নীতি বজায় থাকবে।

VI. বলপূর্বক উচ্ছেদ ও তার প্রতিকার

৫৯। গায়ের জোরে উচ্ছেদের হুমকির মুখে পড়েছেন অথবা উচ্ছেদ হয়েছেন, এমন অবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের অবস্থার কথা জানানোর অধিকার, আইনি সাহায্য ও পরামর্শ, হৃত সম্পত্তি ফেরত পাওয়া, পুনর্বসতি, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার। রাষ্ট্রকে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রতিটি অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং নীতির পরিপূরক।

(ক) ক্ষতিপূরণ

৬০। সর্বসাধারণের কল্যাণে উচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়লে রাষ্ট্রকে অবশ্যই

ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সম্পত্তির ক্ষতি হলে, সেই ক্ষতির মূল্য ও পরিমাণগত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্তের আছে। পরিস্থিতির নিরিখে তা বিচার করতে হবে। ক্ষতির পরিমাণও নির্ধারণ করা হবে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি বিচার করে। যেমন, জীবন অথবা অঙ্গহানি, শারীরিক অথবা মানসিক ক্ষতি, চাকরি, শিক্ষা ও সামাজিক পরিষেবার সুযোগ হারানো। তবে সম্পত্তির পাশাপাশি মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেওয়া — এই ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। এছাড়াও জমি এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে ক্ষতি হয়, তা কোনও অবস্থাতেই টাকা দিয়ে পূরণ করা যায় না। তাই যদি জমি নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ওই হারানো জমির প্রাকৃতিক গুণ, আয়তন এবং মূল্যের সঙ্গে সমানুপাতিক অথবা উচ্চতর হারে হিসাব কষে জমি দিয়েই ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

৬১। সম্পত্তির মালিকানা থাক বা না থাক, উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। বস্তিবাসীদের মতো বিধি বহির্ভূত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬২। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করাটা বেআইনি ও অনৈতিক। উভয়েই সমানভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। একক মহিলা বা পতিহারা নারী তাঁদের নিজস্ব ক্ষতিপূরণ পাবেন।

(খ) প্রত্যার্পণ এবং প্রত্যাবর্তন

৬৪। উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত প্রকল্পের জন্য গায়ের জোরে উচ্ছেদের জন্য প্রত্যার্পণ এবং প্রত্যাবর্তনের দৃষ্টান্ত খুব নেই। তা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের এই অধিকারকে রাষ্ট্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পূর্বের বাড়ি, জমি অথবা এলাকায় ফিরিয়ে আনা যায় না।

৬৫। উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তির পক্ষে যদি তার পূর্বের বাসভূমিতে ফিরে যাওয়া না সম্ভব হয়, অন্যদিকে পুনর্বসতির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় যাতে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের পূর্ব বাসস্থানে বা জমিতে ফিরে আসতে পারে, তার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয়ভারও কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। আর ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় এবং পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যার্পণ এবং প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় নারীরাও যাতে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন সেদিকে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬৬। পূর্বের বাসভূমিতে ফিরে আসা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যাতে উচ্ছেদের সময় ফেলে যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পত্তি যতটা বেশি সম্ভব ফেরত পেতে পারেন, তার জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

৬৭। পূর্বের বাসস্থান বা এলাকায় ফিরে আসার বন্দোবস্ত করা যদি সম্ভব না হয় কিংবা সম্পত্তি ফেরত না দেওয়া যায়, তাহলে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল, বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করা মানুষেরা যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান তার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বসতির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(গ) পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন

৬৮। পূর্বের বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার অধিকার একটি মানবিক অধিকার। এই অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে সর্ব সাধারণের মঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত থাকে কিংবা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার যদি দাবি করে, সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করতে হলে, তাদের পুনর্বসতির কাজটা আগে সেরে ফেলতে হবে। পাশাপাশি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে,

সমানাধিকারের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের শর্ত মেনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

VII. সজাগীকরণ, মূল্যায়ণ এবং অনুশাসন

৬৯। নিজস্ব অধিকারের এলাকা অথবা ভূখন্ড থেকে উচ্ছেদ, বিশেষ করে বলপূর্বক উচ্ছেদের দীর্ঘমেয়াদি পরিণতির পরিমাণগত এবং গুণগত মূল্যায়ন করা রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব। সব দিক খতিয়ে দেখার পরে পাওয়া তথ্য প্রতিবেদন আকারে সর্বসাধারণের গোচরে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও জানাতে হবে। এবং সেই মূল্যায়ণ আর অনুধাবনের ভিত্তিতে উঠে আসা সমস্যাগুলির সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ বেছে নিতে হবে। পরিশেষে সেই অনুযায়ী কর্মসূচি নিতে হবে।

৭০। বলপূর্বক উচ্ছেদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত করতে রাষ্ট্রের উচিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ধাঁচে একটি স্বাধীন জাতীয় কমিটি গঠন করা এবং আলোচ্য নির্দেশিকা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

VIII. আন্তর্জাতিক সংগঠন তথা আন্তর্জাতিক সমাজের ভূমিকা

৭১। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বাসস্থান, জমি এবং সম্পত্তির অধিকারকে পূর্ণতা বা মান্যতা দেওয়া এবং তাকে সুরক্ষিত করে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্থাগুলি তাদের প্রতিনিধি অথবা সহায়তাকারী দেশগুলির উচিত বলপূর্বক উচ্ছেদ রোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ কাজে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রীতিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭২। বলপূর্বক উচ্ছেদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অবশ্যই কেন্দ্রীয় স্তরে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ তাদের কর্মপন্থা ও নীতির কারণেই বিশ্বব্যাপী বলপূর্বক উচ্ছেদ ঘটে চলেছে। তাই বিশ্ব সংস্থাগুলিকে আলোচ্য নির্দেশিকায় উল্লেখিত আইনি নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

৭৩। বহুজাতিক এবং অপরাপর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও মানুষের যথোপযুক্ত বাসস্থানের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে বলপূর্বক উচ্ছেদ রোধে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

IX. উপসংহার

৭৪। উন্নয়ন-ভিত্তিক উচ্ছেদ ও বিস্থাপক সংক্রান্ত এই নির্দেশিকাকে কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে সঙ্কুচিত, রদবদল বা প্রভাবিত করা যাবে না। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্বন্ধিত সনদগুলিতে উদ্বাস্তু এবং ফৌজদারি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং সম্পর্কিত মানদন্ডকে লঙ্ঘন করা যাবে না। যে কোনো দেশীয় আইন যা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই আইনকেও কোনোভাবে লঙ্ঘন করা যাবে না।

■ তথ্যসূত্র :

১। পর্যাপ্ত বাসস্থান বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট, মিলুন কোঠারী, E/CN.4/2006/41, ২১ মার্চ, ২০০৬।

২। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকরী দলের পৌর আবাস সম্বন্ধিত রিপোর্ট, আবাস ও শহরী দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার।

৩। জাতীয় পৌর আবাস এবং নিবাস নীতি, ২০০৭, ভারত সরকার।

৪। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকরী দলের গ্রামীণ আবাস সম্বন্ধিত রিপোর্ট, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রালয়, ভারত সরকার।

৫। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে এ'কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঃ ফ্রান্সিস কোরালী মুলিন বনাম দিল্লী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ((১৯৮১) ১ এস সি সি ৬০৮); ওলগা টেলিস বনাম বম্বে পৌর নিগম ((১৯৮৫ ৩ এস সি সি ৫৪৫); শান্তিস্তর বিল্ডার বনাম নারায়ণ খিমালাল টোটামে ((১৯৯০) ১ এস সি সি ৫২০); এবং চামেলী সিং ও অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ((১৯৯৬) ২ এস সি সি ৫৪৯)। যে রায়গুলি আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির দায়বদ্ধতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সেগুলি হল ঃ ভারতীয় গ্রামোফোন কম্পানি বনাম বি বি পাণ্ডে ((১৯৮৪) ২ এস সি সি ৫৩৪); সি ই আর সি বনাম ভারত সরকার ((১৯৯৫) ৩ এস সি সি ৪২); মধু কিশওয়ার বনাম বিহার রাজ্য ((১৯৯৬) ৫ এস সি সি ১২৫); এবং পি ইউ সি এল বনাম ভারত সরকার ((১৯৯৭) ৩ এস সি সি ৪৩৩)

৬। 'পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার' (সংবিদার ১১(১) ধারা)-র ৪ নং সাধারন বিবৃতি, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি ১৯৯১, ষষ্ঠ অধিবেশন-এর ৭ নং ও ৮ নং অনুচ্ছেদ।

৭। এতে শামিল রয়েছে বাসস্থান এবং ভূমি অধিকার সংগঠন (www.hlrn.org)। পর্যাপ্ত বাসস্থান বিষয়ক রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধি রিপোর্ট দেখুন (http://www.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm), বিশেষ করে, মহিলা এবং বাসস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী দেখুন, পরিশিষ্ট ৩, A/HRC/4/18, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf? Open Element)।

৮। 'পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার' (সংবিদার ১১ (১) ধারা)-র ৭নং সাধারন বিবৃতি, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি ১৯৯৭, ষোড়শ অধিবেশন-এর ৩নং অনুচ্ছেদ।

৯। পর্যাপ্ত বাসস্থান সংক্রন্ত রাষ্ট্র-র বিশেষ প্রতিনিধি রিপোর্টে এই বুনিয়াদী নীতি ও নির্দেশিকাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মিলুন কোঠারী, A/HRC/4/18, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, অনলাইনে পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় : http://www2.ohchr.org/english/issue/housing/annual.htm.

১০। মানবধিকার পরিষদ প্রস্তাব ৬/২৭, A/HRC/6/L. 11/Add. 1, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ অনলাইনে পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় :http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_27.pdf।

হাউসিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক

(বাসস্থান এবং জমির অধিকার সংক্রান্ত সংযোগসূত্র)

হ্যাবিটেট ইন্টারন্যাশানাল কোয়ালিশন-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ এই হাউসিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক (এইচ এল আর এন)। এই সংগঠনের কাজ হল বাসস্থান এবং জমির অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাকে রক্ষা করা এবং এই অধিকারের উপলব্ধিকে মানুষের মধ্যে প্রয়োজন একটি নিরাপদ আশ্রয় এই সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এইচ এল আর এন মনে করে শান্তি এবং মর্যাদার সঙ্গে জীবন ধারনের জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন একটি নিরাপদ আশ্রয়। এই সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল— বাসস্থান, জমি, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার-এর ক্ষেত্রে নারীর সমান দাবিকে তুলে ধরা। আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে গবেষণা, প্রচার, মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াই এইচ এল আর এন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ওয়েবসাইট ঃ www.hic.sarp.org/www.hlrn.org

ইউথ ফর ইউনিটি অ্যান্ড ভলান্টারি অ্যাকশন

উন্নয়নমূলক শ্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইউথ ফর ইউনিটি ভলান্টারি অ্যাকশন (যুবা)-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৮৪ সালে। মানবাধিকার পরিকাঠামোর মধ্যে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার এবং সুযোগকে ব্যাপ্ত করে তোলাই এই সংগঠনের মূল কাজ। নিপীড়িত প্রান্তিকগোষ্ঠীর মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহমর্মিতা গড়ে তুলে, প্রান্তিক মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে জীবনযাপনের পথ সুগম করতে চায়।

ওয়েবসাইট ঃ www.yuvaindia.org

বাঙলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ

বাঙলার মানবাধিকা সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৭ সলে। প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার রক্ষার্থে, আত্মমর্যাদাসহ জীবনযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং অত্যাচারমুক্ত এক সমাজের লক্ষ্যে মাসুম নিরন্তর লড়াই করে। মুখ্যত পুলিশ বা রাষ্ট্র দ্বারা হেফাজতে নির্যাতন এবং অন্যান্য সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সংগঠন কাজ করে। বলপূর্বক উচ্ছেদ ও বিস্থাপন, উন্নয়নের নামে মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর রাষ্ট্র তথা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সুসংহত জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে এই সংগঠন সংকল্পবদ্ধ। সেক্ষেত্রে সমমনস্ক ব্যক্তি এবং সংগঠনের সঙ্গে যেগসূত্র গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রত্যয়ী। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত সাধারণ নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কর্মশালা করা, প্রচার করা, আক্রান্ত মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচী গহণ করায় মাসুম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ওয়েবসাইট ঃ www.masum.org.in

ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ

অন্য সকল শ্রেণীর মানবাধিকারের মতই মানুষের অর্থনৈতিক মানবাধিকারও জন্মলব্ধ অধিকার। আর এই জন্মগত অধিকার অর্জনের লড়াই হল মানবসমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্খার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

মানবাধিকারের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখাগুলির অভিভাজ্যতা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে অর্থনৈতিক মানবধিকার ও অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত মানবাধিকারের মধ্যে ধারণাগত কোন মূল প্রভেদ নেই। তবুও অর্থনৈতিক মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা ও ব্যাখ্যার প্রচলন হয়েছে যা অনভিপ্রেত। এই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক মানবাধিকারগুলি সম্পর্কে একটি সুসংহত ও স্পষ্ট ধারণা গঠনের উদ্দেশ্যে এবং একটি শক্তিশালী মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান (ফুড ফার্স্ট ইনফরমেশন এ্যণ্ড অ্যাক্শন নেটওয়ার্ক বা সংক্ষেপে ফিয়ান) এর শাখা ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ গড়ে উঠেছে। মানুষের খেয়ে পরে বাঁচার অধিকার লঙঘনের ফলে বহু মানুষই প্রতিনিয়ত প্রতারিত হন। তাঁদের মানবাধিকার সম্বন্ধে অবহিত করা এবং অর্থনৈতিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ও খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকারের সপক্ষে তাঁদের সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তেলাই হল ফিয়ান পশ্চিমবঙ্গ শাখার কাজ।

ওয়েবসাইট ঃ www.fianwb.org

পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। এই অধিকারটি অন্যান্য মানবাধিকার যেমন, আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার এবং ভূমি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, ব্যক্তি ও বাবস্থানের নিরপত্তার অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে, দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই বাসস্থানের এই স্বত্ত্বাধিকারগুলি পায় না, যাকে বলা যেতে পারে পর্যাপ্ত।

অভূতপূর্ব বলপূর্বক উচ্ছেদের কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে এই বাসস্থানের সঙ্কট আরো বেড়ে চলেছে। ভারতে বৃহৎ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, নগর নবীকরণ ও বিস্তার, শহরের ''সৌন্দর্যসাধন'', ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং শিল্পোদ্যোগ বিকাশ ইত্যাদির কারণেই মুখ্যত আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মানুষকে তাঁদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে।

বলপূর্বক উচ্ছেদের দরুন বহু মানুষই গৃহহীন এবং নিঃস্ব হচ্ছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের না থাকছে কোনো জীবিকা, না পাচ্ছেন আইনের সাহায্য, না হচ্ছে অন্য কোনো সুরাহা। এই বলপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমে একাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এবং সবথেকে ভয়ঙ্কর আঘাত হানে নারী, শিশু, দরিদ্র আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের ওপর।

এই পুস্তিকাটিতে উন্নয়ন জনিত উচ্ছেদ ও বিস্থাপন বিষয়ক রাষ্ট্রপুঞ্জের বুনিয়াদি নীতি ও নির্দেশিকা-র সারাংশ ও মূল পাঠ্যাংশ রয়েছে, যা পর্যাপ্ত বাসস্থানের জন্য সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি দল ২০০৭ সালের জুন মাসে সংযুক্ত রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিষদে উপস্থাপনা করেছিল।

নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য হলো যতটা সম্ভব বিস্থাপন কম করা এবং সুনিশ্চিত বিকল্পের দাবী করা। যেখানে বিস্থাপন একান্তই অবশ্যম্ভাবী, সেক্ষেত্রে নির্দেশিকাটিতে এমন কিছু মানবাধিকার সূচকের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো পালন করা এবং সম্মান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

নির্দেশিকাটির বহুবিধ ব্যবহার হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল বিস্থাপন এবং পুনর্বাসনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত কর্তৃপক্ষের নীতি ও কর্মসূচীতে পরিবর্তন ও উন্নতি আনা; যারা বিস্থাপিত হয়েছেন বা যাদের বিস্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যে সব নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো; পর্যাপ্ত পুনর্বাসনের নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির করা; এবং সরকারি ও অসরকারি সংস্থাগুলির উত্তর দায়িত্ব বাড়ানো।